# না জ রা না

'আয়িশা, ফাতিমা ও আসমার যত উত্তরসূরি'

ললাটে যাদের ঝলমল করে ইমান ও আমলের দ্যুতি; কর্মমুখর জীবনভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে ওঠে সোনালি যুগের নির্মল দৃশ্য।

উম্মাহর গর্ব সেই সব আলোকিত বোনদের সমীপে পুষ্পিত সওগাত— আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের একঝাঁক কল্যাণ-প্রকল্প। এসব দ্বীনি কর্মসূচি সেই সব উদ্যমী বোনের জন্য সামান্যই, যারা নীরবে কাজ করে যায়; ঝেঁটিয়ে বিদায় করে যত আলস্য ও জড়িমা; আমলের ব্যস্ততায় যাদের কপালে ঝলমল করে বিন্দু বিন্দু রূপালি ঘাম। তাদের চঞ্চল পদযুগল কখনো অবসন্ন হয় না, নেতিয়ে পড়ে না কর্মময় দুটি হাত, আড়ষ্ট হয় না জিকির-সিক্ত জবান।

কথায় ও কাজে তারা ধারণ করে দ্বীনের ফিকির। উম্মাহর কল্যাণচিন্তা তাদের সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। দরদভরা হৃদয়ে তারা নিরন্তর দুআ করে যায়—

'আল্লাহ, ইসলামকে বিজয় দাও।

মুসলিম উম্মাহকে তুমি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করো।'

তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তারা জানে, তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি— তাদের অনেক দায়িত্ব আছে। তারা জানে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে অনাগত দিনগুলোর জন্য...

– আব্দুল মালিক আল-কাসিম

بسم الله الرحمن الرحيم

# অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের বিদগ্ধ গবেষক ও দায়ি শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তিনি বেশ সমাদৃত হয়েছেন। তার দাওয়াহ ও আত্মশুদ্ধিমূলক বইগুলো ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। উপকৃত হয়েছে হাজারো মানুষ। তার লেখার বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক, অনুপম ভাষাভঙ্গি ও অপূর্ব রচনাশৈলী সহজেই রেখাপাত করে পাঠক-হৃদয়ে।

শাইখের রচনা মানে নতুন কিছু। 'বোনদের সমীপে পুষ্পিত সওগাত' বইটির ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি সত্য। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা (غراس السنابل)-এর ছায়ানুবাদ। বাংলা ভাষায় মুসলিম মা-বোনদের জন্য এমন উদ্দীপনামূলক (Motivational) দ্বীনি বই নেই বললেই চলে। অসাধারণ সব দাওয়াহ-প্রকল্প, আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের রকমারি কর্মসূচি, দ্বীনের রঙে জীবনকে রঙিন করার গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং কল্যাণের পথে উঠে আসার অভিনব সব আইডিয়াসহ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের কল্যাণধর্মী নানান পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইতে।

শাইখের দায়িসুলভ মেধা ও প্রতিভার অদ্ভুত স্ফুরণ ঘটেছে বইটির পাতায় পাতায়। উম্মাহর কল্যাণ-ভাবনা তাকে কতটা পীড়িত করে, তারও ঈষৎ আভাস পাওয়া যায় বইটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, উম্মতের প্রতি তার এই সুগভীর ভালোবাসা তিনি চারিয়ে দিতে চেয়েছেন তরুণ পাঠকদের হৃদয়ে—চেষ্টা করেছেন জাতির বৃহত্তর কল্যাণে তাদের নিয়োজিত করতে।

শাইখের ঠিক এই ধরনের আরেকটি বই আমরা অনুবাদ করেছিলাম 'আছে কোনো অভিযাত্রী?' নামে। বইটি ছিল মুসলিম তরুণদের নিয়ে। এটিও রুহামা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটির অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বলে রাখা দরকার মনে করছি। বইটিকে যদিও আমরা শাইখের (غراس السنابل) বইটির ছায়ানুবাদ বলছি; কিন্তু আসলে অনুবাদ করতে গিয়ে এখানে আমাদের অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছে। কারণ আরবের লোক হওয়ার কারণে তিনি কথাগুলো লিখেছেন আরব নারীদের উদ্দেশ্য করে। তাই স্বভাবতই এখানে উঠে এসেছে আরবসমাজের কথা। এখানে যেসব দাওয়াহ-প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে, দাওয়াহর যে পরিবেশের কথা বলা হয়েছে, যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা পেশ করা হয়েছে এককথায় সবগুলোই আশি কি নব্বইয়ের দশকের আরব নারীসমাজকে সামনে রেখে। ফলে এখানে দুটি পয়েন্ট বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১. আশি কি নব্বইয়ের দশকের আরবের সামাজিক দৃশ্যপট ও বাংলাদেশের বর্তমান সমাজবাস্তবতার মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

২. আরব নারীসমাজের সঙ্গে বাঙালি নারীসমাজের সাংস্কৃতিক ব্যবধান অনেক।

তাই বইটি হুবহু অনুবাদ করলে বাঙালি মা-বোনদের কাছে শাইখের দাওয়াহ-প্রকল্পগুলো অবাস্তব ও অপ্রায়োগিক মনে হতো। এই জন্য আমরা পুরো বইটিকে এদেশের সমাজবাস্তবতার আলোকে বাঙালি মা-বোনদের উপযোগী করে সাজিয়ে নিয়েছি। ফলে বইটি হুবহু অনুবাদ না হয়ে আরব শাইখের ধাঁচ অনুসরণ করে কোনো বাঙালি লেখকের লেখা স্বতন্ত্র একটি বইয়ের মতো হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো সুন্দর পরামর্শ, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রামাণ্য সংশোধনী আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

বইটি নিয়ে প্রয়োজনীয় সব কথা শাইখ ভূমিকাতে নিজেই বলেছেন। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নেওয়ার জন্য আপনাদের কাছ থেকে কিছু সময় নিলাম। দুআ করি, আল্লাহ আমাদের এই ছোট্ট মেহনতটিকে কবুল করুন। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বইটিকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

দুআ কামনায়
'আমীমুল ইহসান'
২৫ জুন, ২০২১ ইসায়ি

# সূচিপত্র


শুরুর কথা ..... ১৩
বন্ধন ..... ১৫
কল্যাণময়ী নারী ..... ১৮
ক্যাম্পিং ..... ২০
পরিবার-কানন ..... ২৪
কুরআন শিক্ষার বিপ্লব ..... ২৭
এক বছরে ..... ২৯
পরিচারিকা ..... ৩১
ঝলমলে সন্ধ্যা ..... ৩৩
সান্নিধ্যের সৌরভ ..... ৩৫
সাহাবিয়ার উত্তরসূরি ..... ৩৭
হাসপাতালে দাওয়াহ ..... ৩৯
দাওয়াহ-প্রকল্প ..... ৪০
শখের সাতকাহন ..... ৪২
আলোকিত নারী ..... ৪৫
মহীয়সী ..... ৪৭
হারোনো ভালোবাসা ..... ৫১
কৃপণ স্বামী ..... ৫৪
মহিলা ডাক্তার ..... ৫৬
সহজ দান ..... ৫৮
দৃঢ় মনোবল ..... ৬০
অনুপম দৃশ্য ..... ৬২
পুণ্যময়ীর রমাদান ..... ৬৭
কনে নির্বাচন ..... ৭০
যাত্রা-বিরতি ..... ৭২
শিশুশিক্ষা ..... ৭৮

নাসিহা ..... ৮০
সময়ের সদ্ব্যবহার ..... ৮২
পরোপকার ..... ৮৪
দাওয়াহর মজলিশ ..... ৮৬
জান্নাতের পুঁজি ..... ৯০
মৃতের গোসল ..... ৯২
নফল সওম ..... ৯৪
প্রজন্মের বিকাশ ..... ৯৬
কল্যাণের আসর ..... ৯৮
তাওহিদের আজান ..... ১০০
জীবনসাথি ..... ১০২
তোমাকে বলছি ... ..... ১০৪
শেষের কথা ..... ১০৮

# শুরুর কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْقَائِلِ : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِيْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَجَاهَدَ فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ।' দাওয়াহর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হয়, সমাজ সংহত ও সংশোধিত হয়। আর দাওয়াহ ইলাল্লাহ ও দ্বীনের প্রসারে মুসলিম নারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ নারী হলো পুরুষের জননী—বীর গড়ার কারিগর। নারীর হাতেই তরবিয়ত লাভ করে গোটা প্রজন্ম। মানবকল্যাণে রয়েছে তার নির্ধারিত অংশ; দাওয়াহর অঙ্গনেও তার পদচারণা অনিবার্য। তার চেষ্টা ও সাধনার জলসিঞ্চনে মাথা তোলে উম্মাহর প্রত্যাশার অঙ্কুর—জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সুখ ও সমৃদ্ধির আলোকিত ভোর।

এমন মুসলিম বোনদের জন্যই আমরা আমলের খেত থেকে সংগ্রহ করেছি অনেকগুলো শিষ; যেখান থেকে তারা ফুল-ফসল সংগ্রহ করবে। এই সবুজ ফসল তাদেরই কোনো বোনই চাষ করেছে পরম মমতায়। এই পুষ্পিত সওগাত মূলত নেককার নারীদের পুণ্যবতী উত্তরসূরিদের জন্য দাওয়াহ-প্রকল্পের নমুনা, যারা আখিরাতের রাজপথে যাত্রা করেছে এবং জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করছে। ইনশাআল্লাহ এই প্রকল্পগুলো মুসলিম বোনদের হৃদয়ে আমলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাবে। বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে আমরা প্রকল্পগুলোকে বিভিন্ন ছোট ছোট পয়েন্টে বিন্যস্ত করেছি এবং মোটিভেশন ও রিমাইন্ডার আকারে পেশ করার চেষ্টা করেছি।

আমরা বলছি না, এই দাওয়াহ-প্রকল্পগুলোর বাইরে দাওয়াহর আর কোনো কর্মসূচি নেই। বস্তুত এমনটি দাবি করার কোনো সুযোগও নেই। আমরা কেবল মুসলিম বোনদের জন্য কিছু নমুনা পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে রয়েছে নানান চড়াই-উতরাই ও হাজারো বাধাবিপত্তি। যদিও এসব বাধা চলার পথে বিঘ্ন ঘটায়; কিন্তু মুসলিম নারীর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারে না। বরং এতে তার আমলের সাওয়াব আরও বেড়ে যায়।

সুতরাং হে মুসলিম বোন!

ছুড়ে ফেলুন অলসতার চাদর। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে স্বাগত জানান আপনার আগামী দিনগুলোকে। সময়ের উর্বর ভূমিতে রোপণ করুন আমলের বীজ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ ও নিষ্ঠাপূর্ণ আমলের তাওফিক দিন। আমাদেরকে পরিপূর্ণ সাওয়াব ও প্রতিদান দান করুন। সবাইকে জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করান এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম

# বন্ধন

পুণ্যময়ী তরুণী খেয়াল করে, তার এক বান্ধবী অনেক দিন থেকে মাদরাসায় আসে না। অথচ সে নিয়মিত ছাত্রীদের একজন। বিষয়টির দিকে সে বান্ধবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই বলে, 'ঠিকই তো! অনেক দিন থেকে মাইমুনা মাদরাসায় আসে না।'

'মাইমুনাদের প্রতিবেশী কোনো ছাত্রী কি নেই আমাদের মাদরাসায়?'—একজন জানতে চায়।

'আমাদের ক্লাসে তো কেউ নেই, সে একাকীই আসে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পথ খুঁজে বের করব'—পুণ্যময়ী তরুণী বলে।

পরের দিন সে বান্ধবীদের বলে, 'মাইমুনার বাড়ির ফোন নাম্বার আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তার আম্মুর সঙ্গে কথাও হয়েছে। সে নাকি মারাত্মক অসুস্থ। চলো, আমরা তাকে দেখতে যাই।'

সেদিন ক্লাস শেষে পুণ্যময়ী তরুণী আরও কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে মাইমুনার বাড়ি যায়।

মাইমুনাকে দেখে চমকে ওঠে সবাই। কী চেহারা হয়েছে তার! চেনাই যাচ্ছে না। শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কথা বলার শক্তিও যেন নেই তার। অনেক কষ্টে সে জানায়, এক সপ্তাহ ধরে সে খুবই অসুস্থ। খানাপিনাও সে খেতে পারে না।

- তো ডাক্তার দেখাওনি? আব্বু তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাননি?

মাইমুনা নির্বাক চেয়ে থাকে। যেন সে প্রশ্নটি শুনতেই পায়নি। মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা বুঝতে পারে, তার আব্বু বেশ গরিব। তাই চিকিৎসা করার মতো সামর্থ্য তার নেই। সব শুনে বান্ধবীরা সবাই পরামর্শ করে। মাদরাসায় গিয়ে তারা মাইমুনার জন্য একটি ছোট্ট ফান্ড করার ঘোষণা দেয়। ক্লাসের ছাত্রীরা এমনকি শিক্ষিকারাও এগিয়ে আসেন। মাইমুনার চিকিৎসার জন্য বড় একটি অঙ্ক দাঁড়িয়ে যায়।

মাদরাসার পাশের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয় মাইমুনা। পুণ্যময়ী তরুণী বান্ধবীদের নিয়ে প্রায়ই তাকে দেখতে যায়। তাকে সাহস দেয়; সবর করার পরামর্শ দেয়।

প্রথম দিকে মাইমুনা খুবই মনমরা হয়ে ছিল। কিন্তু পুণ্যময়ী বান্ধবীর সাহচর্যে সে নতুন মানুষে পরিণত হয়। সে এখন এই রোগকে আল্লাহর রহমত মনে করে। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

'মুমিন যে মুসিবতেই পতিত হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করেন—এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও।'[১]

ক্যান্সার ধরা পড়ে মাইমুনার। ডাক্তাররা তার জীবনের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করে বলে, 'রিপোর্টমতে মাইমুনা আর বড় জোর একমাস বাঁচতে পারে। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।'

বান্ধবীদের মাঝে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সবাই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মাদরাসার সবাই মাইমুনার জন্য দুআ করতে থাকে। কিন্তু মাইমুনার অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা যায় না। পুণ্যময়ী তরুণী তার বান্ধবীর জন্য নীরবে

১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪০।

অশ্রু ঝরায়। প্রতিদিন কিছু সময় তার শিয়রে গিয়ে বসে থাকে। তার ইমান-আমলের খবর নেয়। তাকে বলে, 'মানুষের জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত। কার ডাক কখন এসে যায় বলা যায় না। আমাদের বান্ধবী ফারজানার কথা মনে আছে তোর? সুস্থ অবস্থায়ই সে আল্লাহর কাছে চলে যায়। তাই আমাদের উচিত সব সময় তাওবা করতে থাকা। নিজেদের ইমান-আমলের মুহাসাবা করা।'

মাইমুনা মনোযোগ দিয়ে শোনে। বান্ধবীর কথা শুনে কেমন যেন চমকে ওঠে। মনে মনে কী যেন বোঝার চেষ্টা করে।

পুণ্যময়ী তরুণী তাকে প্রতিদিন সময় দেয়। যেন সে ধীরে ধীরে তাকে আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য প্রস্তুত করছে। মাইমুনাও সালাতে গভীর মনোযোগ দিতে শুরু করে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে সে জিকির ছাড়া একটি মুহূর্তও পার করে না। তাহাজ্জুদ পড়ে সে প্রাণভরে আল্লাহর কাছে দুআ করে। গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

একদিন মাইমুনা পুণ্যময়ী তরুণীকে বলে, 'আফিফাহ, আমার শরীর অনেক খারাপ। দিনদিন বোধহয় আমার অবস্থার অবনতি হচ্ছে। কিন্তু আমার মনটা ইদানীং অনেক প্রশান্ত হয়ে আছে। ঘুমালেই অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখছি।'

জুমআবার দিন মাদরাসা বন্ধ ছিল। শনিবার পারিবারিক একটি ব্যস্ততায় সে মাদরাসায় যেতে পারেনি। রবিবার যখন সে মাদরাসায় যায়, শুনতে পায় মাইমুনাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

ক্লাস শেষ হতে না হতেই সে হাসপাতালে মাইমুনার কাছে ছুটে যায়। মাইমুনার আম্মুর কান্নাবিজড়িত কণ্ঠ শুনে ধক করে ওঠে তার বুক। কাছে যেতেই তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আফিফাহ! গত দুইদিন মাইমুনা তোমাকে অনেক মিস করেছে। শেষ বারের মতো চোখ বন্ধ করার আগে সে আমাকে কানে কানে বলেছে, "মা, আফিফাহকে বোলো, তাকে আমি অনেক ভালোবাসি। সে-ই আমাকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছে।"'